আমঝুপিতে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, শাশুড়ির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের রঘুনাথপুর মধ্যপাড়া গ্রামে হাসনাহেনা (১৯) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এ ঘটনায় নিহতের বাবা-মা তাঁদের মেয়েকে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ করেছেন। তবে ঘটনাটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে শ্বশুরবাড়ির একটি কক্ষ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর থেকে তাঁর শাশুড়ি মাহফুজা পলাতক রয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

নিহত হাসনাহেনা মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা গ্রামের হাসাইনের মেয়ে। প্রায় সাত মাস আগে রঘুনাথপুর গ্রামের মিনহাজের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। স্থানীয়দের ভাষ্য, বিয়ের পর থেকেই পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হাসনাহেনার সঙ্গে তাঁর শাশুড়ির বিরোধ চলছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক দিন ধরে পারিবারিক কাজকর্ম নিয়ে হাসনাহেনা ও তাঁর শাশুড়ির মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল।

বৃহস্পতিবার দুপুরে শাশুড়ির বাড়ির একটি কক্ষে ফ্যানের সঙ্গে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় হাসনাহেনাকে দেখতে পান তাঁর চাচি-শাশুড়ি সোহাগী। পরে তিনি আশপাশের লোকজনকে বিষয়টি জানান। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এসে তাঁকে নিচে নামান।

চাচি-শাশুড়ি সোহাগী জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে কলার মোচা কাটার জন্য দা নিতে তিনি ওই বাড়িতে যান। এ সময় ঘরের ভেতরে ঢুকে ফ্যানের সঙ্গে হাসনাহেনার ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান। এমন দৃশ্য দেখে তিনি হতবাক হয়ে যান। পরে দ্রুত আশপাশের লোকজনকে বিষয়টি জানান। তাঁর চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে এসে ঘটনাস্থলে জড়ো হন।

প্রতিবেশী পরশ জানান, পাশের বাড়ি থেকে চিৎকারের শব্দ শুনে তাঁরা ঘটনাটি জানতে পারেন। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাসনাহেনাকে ঝুলন্ত

অবস্থায় দেখতে পান। এ সময় কয়েকজন মিলে তাঁকে নিচে নামান। তবে কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি তিনি।

নিহতের স্বামী মিনহাজ বলেন, ঘটনার সময় তিনি মাঠে কাজ করছিলেন। বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর মৃত্যুর খবর জানতে পারেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, গত তিন দিন ধরে তুলা ওঠানো নিয়ে তাঁর মা ও স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ চলছিল। তবে ঘটনার সময় বাড়িতে না থাকায় কী ঘটেছিল, তা তিনি সরাসরি দেখেননি।

নিহত হাসনাহেনার বাবা-মা অভিযোগ করে বলেন, তাঁদের মেয়েকে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বলে তাঁরা সন্দেহ করছেন।

মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁরা ভেঙে পড়েছেন। তাঁরা ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, তাঁদের মেয়ের মৃত্যুর সঙ্গে কেউ জড়িত থাকলে তদন্তের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

আমঝুপি ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বার) মজিদ বলেন, বিয়ের পর থেকেই হাসনাহেনার সঙ্গে তাঁর শাশুড়ির বিরোধ চলছিল বলে তিনি শুনেছেন। তবে ঘটনার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। বিষয়টি যথাযথভাবে তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি নিচে নামানো অবস্থায় দেখতে পায়। স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, ঘরের ফ্যানের সঙ্গে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় গৃহবধূকে ঝুলতে দেখা গিয়েছিল। পরে মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ঘটনার পর থেকে নিহতের শাশুড়িকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা, তা তদন্ত ও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

ঝিনাইদহে গৃহবধূর আত্মহত্যা, স্বামী-শাশুড়ির নির্যাতনের অভিযোগ পরিবারের

ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় মনিকা খাতুন (২১) নামে দুই সন্তানের জননী এক গৃহবধূর গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে শহরের কামারকুন্ডু উত্তরপাড়ায় তাঁর বাবার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। মনিকার পরিবারের অভিযোগ, স্বামী ও শাশুড়ির নির্যাতনের কারণে মানসিক চাপে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্ত ও তদন্তের পর জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নিহত মনিকা ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ছোট কামারকুন্ডু উত্তরপাড়ার মতিউর রহমানের মেয়ে।

পরিবারের সদস্যদের সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার বিকেলে অসুস্থ চাচিকে দেখতে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে স্বামীর সঙ্গে মনিকার কথা- কাটাকাটি হয়। এ সময় হাটগোপালপুর বাজারে তাঁর স্বামী নিশান তাঁকে মারধর করেন বলে অভিযোগ পরিবারের। পরে মনিকা তাঁর চাচির কাছে গিয়ে নিজের কষ্টের কথা জানান এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিতে বলেন বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

পরিবারের ভাষ্য অনুযায়ী, বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বাবার বাড়িতে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় মনিকাকে পাওয়া যায়।

পরিবারের আরও অভিযোগ, নিশান দীর্ঘদিন ধরে অন্য এক নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িত ছিলেন। এ বিষয়টি নিয়ে মনিকাকে বিভিন্ন সময় নির্যাতন করা হতো বলেও দাবি তাঁদের। তবে এসব অভিযোগের সত্যতা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুজ্জামান বলেন, “মৃত্যুর ঘটনাটি শুনেছি। অভিযোগের ভিত্তিতে

তদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।”

গাংনীতে শাশুড়ি হত্যা মামলার আসামি ঘাতক বাদশার স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দী রেকর্ড

গাংনীর করমদি গ্রামের রঙ্গিলা খাতুন হত্যা মামলায় স্বীকারোক্তি দিয়ে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দিয়েছে মামলার একমাত্র আসামি সুলতান বাদশা।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জুডিশীয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তারিকুল ইসলামের আদালতে নিলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ১৬৪ ধারায় তার জবানবন্দী রেকর্ড করেন।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিত কুমার নন্দী বলেন, সুলতান বাদশাকে তার শাশুড়ি রঙ্গিলা খাতুন হত্যা মামলায় আটক দেখিয়ে জুডিশীয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নেয়া হয়।

জবানবন্দীতে তার দোষ স্বীকার করেছে। এর আগে পুলিশের কাছে প্রাথমিক ভাবে তার শাশুড়িকে হত্যার ঘটনা স্বীকার করেছেন।

বাদশা বলেছেন, তার স্ত্রীর সাথে প্রায় ঝগড়া ঝাটি লেগেই থাকতো। কয়েক দিন যাবৎ তাকে (স্ত্রীকে) শশুর বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে শাশুড়ি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ঘটনার দিন এ নিয়ে স্ত্রী ও শাশুড়ির সাথে সকাল থেকেই তুমুল ঝগড়াঝাটি চলছিল।

এক পর্যায়ে বাড়ির পাশের মাঠের একটি গাছের সাথে রশি দিয়ে আত্মহত্যারও চেষ্টা করে সে। পরে তার স্ত্রী ও শাশুড়ি তাকে মাঠ থেকে ধরে আনেন। কিছুতেই মিটমাট হচ্ছিলনা।

পরে ধারালো হাসুয়া দিয়ে প্রথমে স্ত্রীকে কয়েকটি কোপ মারে। পরে

শাশুড়ি ঠেকাতে গেলে তাকেও কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। হত্যা করে নিজ গ্রামে গিয়ে আত্মগোপনে চলে যান ঘাতক সুলতান বাদশা।

ধরা পড়ার ভয়ে দিনের আলোয় আত্মগোপনে থেকে রাতের আধারে দুরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে সে। এক পর্যায়ে স্থানীয় গ্রামবাসির সহযোগীতায় গাংনী থানা পুলিশের হাতে আটক হয় এই ঘাতক।

এদিকে বুধবার দুপুরের দিকে নিহত রঙ্গিলার স্বামী শওকত আলী বাদী হয়ে গাংনী থানায় ৩০২/৩২৬/৩০৭ ধারায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ১৯, তারিখ ২৪/০৮/২০২২ ইং। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ২৩ আগষ্ট মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে ঝগড়া ঝাটির জের ধরে স্ত্রী রিংকি খাতুনকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করে। এসময় রঙ্গিলা খাতুন তার মেয়ে রিংকিকে বাঁচাতে এলে তাকে হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় সুলতান বাদশা।

গাংনীর করমদি গ্রামের শাশুড়ির ঘাতক বাদশা মিয়া গ্রেফতার

গাংনীর করমদি মাঠপাড়া এলাকার রঙ্গিলার হত্যাকারি জামায় বাদশা মিয়াকে (২২) স্থানীয় জনতার সহযোগীতায় গাংনী থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯ টার দিকে করমদি গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গাংনী থানার উপপরির্শিক (এসআই) মাসুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ঘাতক বাদশা মিয়া সারাদিন আত্মগোপনে থাকার পর রাতের আধারে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এসময় স্থানীয়দের সহযোগীতায় তাকে গ্রেফতার করা হয়।

বাদশা মিয়া করমদি শাহবুর পাড়া এলাকার রবিউল ইসলামের ছেলে। পারিবারিক কলহের জের ধরে আজ বেলা ১১ টার দিকে তার স্ত্রী রিংকি

খাতুনকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কোপানোর সময় মেয়েকে বাঁচাতে রিংকির মা রঙ্গিলা খাতুন (৪৫) ছুটে আসে।

এসময় তাকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় ঘাতক বাদশা। পুলিশ নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নিয়েছে। এছাড়া তার স্ত্রী রিংকি খাতুন বর্তমানে গাংনী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

গাংনীতে জামাইয়ের হাতে শাশুড়ি খুন (আপডেট)

জামাইয়ের হাত থেকে মেয়েকে রক্ষা করতে গিয়ে জামাইয়ের হাসুয়ার উপর্যুপরি কোপে নিহত হয়েছেন রঙ্গিলা খাতুন (৪৫) নামের এক গৃহবধূ। রঙ্গিলা খাতুন গাংনী উপজেলার করমদি মাঠপাড়া এলাকার শওকত আলীর স্ত্রী।

আজ মঙ্গলবার (২৩ আগষ্ট) বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে তার নিজ ঘরে হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। এর আগে নিহতের মেয়ে রিনি খাতুনকেও হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে আহত করেন। আহত রিনি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, সকালের দিকে পারিবরিক কলহের জের ধরে মাঠপাড়া ঈদগাহ এলাকায় গাছের সাথে রশি দিয়ে গলাই দড়ি দিতে যায়। খবর পেয়ে নিহত রঙ্গিলা ও তার স্ত্রী রিনি খাতুন উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে আসে।

তাকে কেনো বাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে এমন কথা বলে আবারো শুরু হয় বাতবিতন্ডা। এক পর্যায়ে হাসুয়া দিয়ে স্ত্রী রিনি খাতুনকে কোপাতে থাকে বাদশা। এসময় শাশুড়ি রঙ্গিলা তার মেয়েকে বাচাতে গেলে তাকে হাসুয়া দিয়ে গলাই এলোপাথাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা আরো জানান, বাদশার নামে, চুরি ডাকাতিসহ বিভিন্ন অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সে জেল থেকে জামিনে মুক্ত হয়েছে। বাদশা করমদি গ্রামের শাহবুর পাড়ার রবিউল

ইসলামের ছেলে। সে শশুরবাড়ি ঘর জামায় থাকতো।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সুরোতহাল করা হয়েছে। ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেয়া হচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় দুই পুত্রবধূর বিরুদ্ধে শাশুড়ি হত্যার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার রায়সা গ্রামে শাশুড়ির মাথায় আঘাত করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে দুই পুত্রবধূর বিরুদ্ধে। নিহত সফুরা খাতুন (৬৫) রায়সা গ্রামের মৃত হবিবর রহমানের স্ত্রী।

গত সোমবার রাতে এ হত্যার ঘটনা ঘটে। হত্যার অভিযোগে পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন ও রেশমা খাতুনকে আটক করেছে পুলিশ।

এলাকাবাসী জানায়, বরাবরই দুই পুত্রবধূ তাদের শাশুড়িকে নানাভাবে নির্যাতন করতো। সোমবার রাতে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বড় পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন রুটি তৈরির বেলুন দিয়ে শাশুড়ির মাথায় আঘাত করলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। এসময় পুত্রবধূরা গ্রামে প্রচার করে তাদের শাশুড়ি ঘরে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মারা গেছেন।

তাকে গোপনে দাফনের চেষ্টা করা হলে প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেয়। সকালে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। একই সঙ্গে পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন ও রেশমা খাতুনকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ আটক করেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. কলিমুল্লাহ।

তিনি বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে বৃদ্ধা সফুরা খাতুনকে পুত্রবধূরা হত্যা করেছে। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশি তদন্তও শুরু হয়েছে। তবে

ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেলেই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।’